যায়যায়দিন

তারিখ 7 APR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ছাত্রলীগে চরম বিশৃঙ্খলা

এম মামুন হোসেন

সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটিসহ ছাত্রলীগের মোট ৮৭টি শাখার কোনো কমিটিরই মেয়াদ নেই। এ কারণে অধিকাংশ শাখার নেতারা কেন্দ্রীয় নির্দেশের তোয়াক্কা করছেন না। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং চেইন অফ কমান্ড না থাকায় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রলীগের অভিভাবকের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির শতাধিক নেতাকর্মী গণপদত্যাগ করেন। এমন অবস্থায় এ সংগঠনটির মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা।

সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ছাত্রলীগকে নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংঘর্ষের ঘটনার পর ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করা হয়। দ্বিতীয় ঘটনার পর কমিটি ভেঙে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ছাত্রলীগের কোনো কমিটি নেই। কিন্তু আবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে এজন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে দায়ী করা হয়, যা সম্পূর্ণ অপপ্রচার। ছাত্রলীগের চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়েনি

বিশৃঙ্খলা :পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বিশৃঙ্খলা : ছাত্রলীগে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দাবি করে তিনি বলেন, তারা নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তাকে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হবে। রিপন আরো বলেন, তাদের এখন কাজ হবে দ্রুত মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটিগুলো পুনর্গঠন।

সংগঠনের ২১০ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির ১১০ জন রোববার রাতে পদত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনের কাছে এ পদত্যাগপত্র জমা দেন তারা।

পদত্যাগী নেতারা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে সহসভাপতি গোলাম সারোয়ার কবির, আমিনুল হক কবির, ইলিয়াস-উজ-জামান, লাভলু মোল্লা শিশির, হাসানুজ্জামান লিটন, অপর্ণা পাল, রাশেদুল মাহমুদ রাসেল, মাজহার, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জসিমউদ্দিন ভূঁইয়া, ইকবাল মাহমুদ লাভলু, রিপন প্যোদ্দার, শাহীনুর রহমান টুটুল, জাকারিয়া আল কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান শাহীন, আশরাফুর রহমান, খায়রুল হাসান জুয়েল, সাজ্জাদ আহমেদ, প্রচার সম্পাদক আরিফুর রহমান উজ্জ্বল, দপ্তর সম্পাদক নাসির আল মোমিন রূপক, আবদুল্লাহ আল মাসুদ, গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আবু আব্বাস ভূঁইয়া রয়েছেন।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, ২০০৬ সালের ৩ এপ্রিল গঠিত ছাত্রলীগের দুই বছরমেয়াদি কেন্দ্রীয় কমিটি তিন বছর পূর্ণ করেছে। প্রায় তিন বছরেও ছাত্রলীগের বর্তমান সংগঠন শাখা কমিটি গোছানোর কাজ করতে পারেনি। মাহমুদ হাসান রিপন ও মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার ছয় মাস পর গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি করা হলেও একটি হল কমিটিও গঠন করা হয়নি। দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়ায় ঢাবির হলগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। সর্বশেষ ছাত্রীদের আবাসিক শামসুন্নাহার হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ২৫ ছাত্রী আহত হয়। তার আগে জিয়াউর রহমান হলসহ বিভিন্ন হলে দলীয় কোন্দল ভয়াবহ রূপ নেয়। জিয়া হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের রাতভর সংঘর্ষ চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে ভোররাতে সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানা টিপু ও সাজ্জাদ সাকিব বাদশাহ হলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, রিপন-রোটন কয়েক মাস ছাত্রলীগের মাঠপর্যায়ের চিত্র জানার জন্য সারাদেশে বর্ধিত সভা করেছিলেন।

সে সময় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা দেশের বিভিন্ন জেলা সফর করেন। তখন নতুন করে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার পর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রোটন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সোহেল পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনি জোট সরকারের আমলে ছাত্রদলের হামলায় ক্যাম্পাসে আর ঢুকতে না পারলে ছাত্রলীগের একটি জুনিয়র গ্রুপ আজিবুর ও অয়ন ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের সুবিধা নিয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতি চালু রাখে। জাবি প্রতিনিধি জানান, বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন কোনো কমিটি না থাকায় সিনিয়র-জুনিয়ররা নিজেদের মতো করে নিজেদের দলীয় প্রভাব জানান দিতে চাচ্ছে। তাই এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গ্রুপ, উপ-গ্রুপ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ২০০৪ সালে গঠন করা হয়েছিল। রাবি প্রতিনিধি জানান, ২০০৬ সালে এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন ও সাধারণ সম্পাদক আয়েনউদ্দিনের কোন্দলের কারণে এখানে নতুন কমিটি করা যায়নি বলে অভিযোগ আছে। তাদের কারোরই ছাত্রত্ব নেই এবং দুজনই ১৪ বছর ধরে ক্যাম্পাসে রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক ক্যাম্পাসে সক্রিয়। এ কমিটির ১০১ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় আছেন ১৫-২০ জন নেতা। অন্যরা রাজশাহীতেই নেই।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কমিটি গঠিত হয়েছিল ২০০৩ সালের ১৩ জানুয়ারি। অথচ এ কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ২০০৫ সালে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জহিরউদ্দিন খসরু বর্তমানে যুবলীগের সদস্য, সহসভাপতি নিহার রঞ্জন মিল্টন ব্যবসায়ী ও সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমান স্থানীয় (খুলনা) আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

চবি প্রতিনিধি জানান, ২০০৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ১৮১ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। সভাপতি কাজী মাজহারুল হক ও সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেনের কমিটির মেয়াদ ২০০৬ সালেই শেষ হয়ে গেছে।